মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রক্রিয়াধীন/চলমান
এজেন্ডা থেকে বাদযোগ্য
বাস্তবায়িত

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের	•	অগ্রগতির শতকরা	
	<u> </u>		দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
٥٥.	চাঁদপুর জেলায় একটি		বাংলাদেশ	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	-	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
	আধুনিক নদী বন্দর	চাঁদপুর সদর,	অভ্যন্তরীণ	"বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-		কর্তৃকচূড়ান্তকৃত
	স্থাপন।	চাঁদপুর।	নৌপরিবহন	আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঞ্জিক		দরপত্র দলিলের
			কর্তৃপক্ষ	স্থাপনাদি নির্মাণ)"-শীষ©ক প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মাদ্রাসা		ওপর বিশ্বব্যাংকের
			(বিআইডব্লিউটিএ)	ঘাটে আধুনিক নদী বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		অনাপত্তি পাওয়া
				কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের উপর গত		গেছে। ফেব্রুয়ারী
				১৩-০১-২১ তারিখে স্টেকহোল্ডার সভা করা হয়েছে। অতপর: পরামর্শক		২০২২ মাসের
				প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়েছেও এর ওপর সম্প্রতি		প্রথম সপ্তাহের মধ্যে
				বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পাওয়া গৈছে। ফেব্রুয়ারী ২০২২ মাসের প্রথম		দরপত্র আহবান
				সপ্তাহের মধ্যে দরপত্র আহবান করা হবে। তবে চাঁদপুরে বাংলাদেশ		করা সম্ভব হবে।
				রেলওয়ের জায়গা প্রকল্পের প্রয়োজনে হস্তান্তর বিষয়টি নিষ্পত্তির		
				অপেক্ষায় রয়েছে।		
<u>٥</u> ٤.	কুড়িগ্রাম জেলার	০৭-০৯-২০১৬	বাংলাদেশ	"চিলমারী নদী বন্দর নির্মাণ" প্রকল্পটি গত ০৮-০৬-২০২১ খ্রিঃ জাতীয়	-	প্রকল্পের প্রকল্প
	চিলমারী নদী বন্দরের	কুড়িগ্রাম জেলার	অভ্যন্তরীণ	অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত		পরিচালক নিয়োগ
	পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে	চিলমারি উপজেলা	নৌপরিবহন	হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ		করা হয়েছে। এছাড়,
	আনার ব্যবস্থা করা		কর্তৃপক্ষ	নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন		উক্ত প্রকল্পের ভূমি
	र त्।		(বিআইডব্লিউটিএ)	করবে। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।		অধিগ্রহণ, পরামর্শক
				প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের		প্রতিষ্ঠান ও জনবল
				প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের ভূমি		নিয়োগ কার্যক্রম
				অধিগ্রহণ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান		চলমান রয়েছে।

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
				রয়েছে।		
00	কুড়িগ্রাম জেলার নদীপুলো ড়েজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে।	কুড়িগ্রাম জেলা	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	কুড়িগ্রাম জেলায় ১৫ টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ ০৩ টি নদীর খনন কাজ করছে। দুধকুমারনদী' খনন কাজের অগ্রগতিঃ "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)" প্রকল্লের আওতায় ২৫ লক্ষ্ম ঘনমিটার ডেজিং করে ২০ কি.মি. নৌপথ নাব্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ২৮-০৫-২০১৯ তারিখ হতে ডেজিং কাজ শুরু হয়। ২৫-০১-২০২২ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী ডেজার দ্বারা ২০,০৩ লক্ষ্ম ঘনমিটার ডেজিং করে ১৪.৯৩ কি.মি. নৌপথ নাব্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২৮-০৪-২০২১ হতে ২৭-১০-২০২১ পর্যন্ত বন্যার কারনে ডেজিং কাজ বন্ধ ছিল। ধরলা নদী খনন কাজের অগ্রগতিঃ "পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্লে কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা নদী খননের জন্য হাইডোগ্রাফি জরিপ এবং ডেজিং ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বক্ষ্মপুত্র নদের নাব্যতা সংরক্ষণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে প্রটোকল চুক্তির আওতায় চ্যানেল ডেজিং করা হচ্ছে। এ চুক্তি ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। কুড়িগ্রাম জেলার অবশিষ্ট নদীগুলার ডেজিং কাজের অগ্রগতি নিমরুপঃ ক) ফুলকুমার, বুড়ি তিস্তা ও নীল কমল - পানি উন্নয়নবোর্ড কর্তৃক প্রকল্প তিরী করে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং গ) সোনাভরি, কালজানি, জালশিরি, বোয়ালমারি, হলহলিয়া, ধরনী, শিয়ালদহ ও জিঞ্জিরাম- পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।	98.৬৫%	চলমান।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		অগ্রগতির শতকরা হার	
08.	মোংলা-ঘাষিয়াখালি চ্যানেল খনন।	২৭-০৪-২০১৫ বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায়।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।	মোংলা-ঘাষিয়াখালী নদী খননের মাধ্যমে নৌ-পথটি চালু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলের মংলা মুখ থেকে বুড়ির ডাঙ্গা এবং প্লানের বাজার থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত গড় গভীরতা প্রায় ১২ ফুট, উল্লেখিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি জমায় নিয়মিত সংরক্ষন ড্রেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটি খননের মাধ্যামে ১০-১২ ফুট ডাফটের নৌযান চলাচল করছে। ২৫-০১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১,৯৯,১৩৫ টি নৌ-যান উক্ত রুটে যাতায়াত করেছে।	\$00%	বাস্তবায়িত।
o&.	কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের চারিপাড়া পয়েন্টে রাবনাবাদ চ্যানেলে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	<i>₹(</i> -0 <i>†</i> -20 <i>)</i>	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (পাবক) এর শুভ উদ্বোধন করেন। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে HR Wallingford, UK কর্তৃক পায়রা বন্দরের Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। উক্ত স্টাডি'তে মোট ১৯ টি কম্পোনেন্টের কথা বলা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	500%	বাস্তবায়িত।
o.s.	সন্দীপ -চট্রগ্রামের সদরঘাট এবং কুমিরা- গুপ্তছড়া রুটে প্রতিদিন নৌ-যান সার্ভিস চালুকরণ।	১৮-০২-২০১২ চট্রগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	বিআইডব্লিউটিসি ও জেলা পরিষদ চট্টগ্রাম।	ক) চট্টগ্রামের সদরঘাট-সন্দীপ-(গুপ্তছড়া) নৌ-রুটে বিআইডব্লিউটিসি'র যাত্রীবাহী জাহাজ দ্বারা গত ১৮.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পরীক্ষামূলকভাবে সপ্তাহে ০৪ (চার) দিন সার্ভিস পরিচালনা করা হয়। ক্রমাগত যাত্রী সংখ্যা হাস পাওয়ায় লোকসানের পরিমান বৃদ্ধি পায়। ফলে নভেম্বর'২০১৬ খ্রিঃ হতে সার্ভিসটি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। খ) কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌরুটের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সংস্থার নবনির্মিত ৫০০ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এমভি আইভি রহমান নৌযানটি ১৯.০৬.২০২১ খ্রিঃ হতে বর্ণিত সার্ভিসটি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।	500%	বাস্তবায়িত
oq.	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন করা।	<u>9</u> 5-09-2055	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার " শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২/১০/২০১৮ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৭৩ লক্ষ ঘঃমিঃ খনন করে ৪২৭ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হবে। যার মধ্যে প্রকল্পের	54 %	বর্তমানে ড্রেজ ম্যাটেরিয়াল জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে খাস

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
			দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
			(বিআইডব্লিউটিএ)	শুরু হতে ২৫/০১/২০২২ইং পর্যন্ত ২৫৮.৮৮ লক্ষ ঘন মিটার ড়েজিং করে		জমির প্রাপ্তিতার
				১৬৮.৭৩ কিলোমিটার নৌপথ নাব্য করা হয়েছে।		ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন
						করা হচ্ছে। তবে
				পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃকপুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ২২৭		খাস জমি প্রাপ্তিতার
				কিলোমিটার ব্যাথেমেট্রিক সার্ভে ও ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম		সংকটের কারণে
				পর্যায়ে ১৬০কিঃমিঃ ১৩টি লটের দরপত্রের মধ্যে গাজীপুরের		খনন কাজ বাধাগ্রস্ত
				কাপাসিয়াটোক থেকে জামালপুর পর্যন্ত প্রায় ২১টি ড়েজার নিয়োজিত		হচ্ছে। জমি
				করে খনন কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৫/০১/২০২২ইং পর্যন্ত ২২৮.৮২		প্রাপ্যতার অভাব ও
				লক্ষ ঘঃমিঃ ড়েজিং করে ৯৮.৬৬ কিঃমিঃ নৌপথ নাব্য করা হয়েছে।		নিম্ন অগ্রাধীকারভূক্ত
				অদ্যাবধি ময়মনসিংহ অংশের ১১০কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭৫কিঃমিঃ		প্রকল্প হওয়ায়
				নৌপথসহ মোট নাব্য হয়েছে ৯৬.০০কিঃমিঃ। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া		বাজেট প্রাপ্তি কম
				হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত অংশে ১১০কিঃমিঃ পর্যন্ত ১৮টি ড্রেজার ড্রেজিং		হওয়াতে কোন
				কাজে নিয়োজিত আছে। তবে সদর উপজেলায় বেগুনবাড়ী এলাকায়		কোন স্থানে খনন
				৩টি, চরদড়ি কুষ্টিয়া ২টি, জয়নাল আবেদিন পার্ক এলাকায় ১টি,		কাজ বন্ধ রয়েছে
				সেনের্চর এলাকায় ১টি, গৌরিপুর উপজেলায় চর আমিয়ান এলাকায়		
				২টি, ত্রিশাল উপজেলায় চরইছামতি এলাকায় ২টি, ধলা এলাকায় ১টি		
				চরমাদাখালী এলাকায় ১টি, গফরগাঁও উপজেলায় লামকাইন এলাকায়		
				১টি, শিলাশিয়া এলাকায় ২টি, পাকুন্দিয়া উপজেলায় পাঠান বাড়িঘাট		
				এলাকায় ১টি এবং হোসনেপুর এলাকায় ১টি এবং এছাড়াও ময়মনসিংহ		
				এর পরে জামালপুর এর ১৭কিঃমিঃ অংশের নরুন্দি এলাকায় ১টি		
				ড়েজার এবং শেরপুর এর ১৫কিঃমিঃ অংশে শেরপুর সদর উপজেলায়		
				কামারেরচর ১টি, চরপক্ষিমারি এলাকায় ১টি, ড্রেজার দ্বারা খনন কাজ		
				চলমান রয়েছে।		
				২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ক্যাপিটাল ডেজিং লক্ষ্যমাত্রা: ৬৬.০০ লক্ষ		
				ঘনমিটার। ২৫/০১/২০২২ ইং পর্যন্ত খননকৃত মাটির পরিমান ৩১.১৭		
				লক্ষ ঘনমিটার। অর্থ্যাৎ অগ্রগতি ৪৭.২২%। পানি বৃদ্ধির কারনে খনন		
				কাজ বন্ধ ছিল তবে নদীর পানি কমে যাওয়ায় হাইড়োগ্রফি জরিপ কাজ		
				ও খনন কাজ চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্পটি নিম্ন		

<u>কু</u> ঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের	প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা	মন্তব্য
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি অগ্রাধিকারভূক্ত প্রকল্প হওয়ায় অর্থছাড় হতে বিলম্ব হয়, য়ার ফলে অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। ০৪টি সংস্থা বেসরকারীভাবে নারায়ণগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার র্টামিনাল স্থাপনের বিষয়ে আবেদন করেন । ইতোমধ্যে সামিট গ্রুপ এবং রূপায়ন গ্রুপ কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন করেছে । এ কে খান কর্তৃক কন্টেইনার টামিনাল নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে । কুমুদীনী কন্টেইনার টামিনাল নির্মাণের বিষয়টি পুন: যাচাই/বাছাই করছে । তাছাড়া, "নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৪-১২-২০১৯ তারিখে একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয় । উক্ত একনেক সভার সিদ্বান্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সর্বশেষ ৩০- ০৯-২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা জিও জারীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।	*	
৯.	পশুর চ্যানেলে নিয়মিত ক্যাপিটাল ড়েজিং করতে হবে।	০৫-০৩-২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে খুলনা জেলা সম্মেলন কক্ষে।	মোংলাবন্দর কর্তৃপক্ষ।	সম্পাদিত ডেজিং কার্যক্রমঃ ২০০৯ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ডেজিং এর বিবরণ:- পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ৩৪.০৬ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%)	500%	হয়েছে। চলমান

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
				ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে (২০২০-১১ হতে ২০১৪-১৫)। শাংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ৩৮.৮১ লক্ষ্ণ ঘনমিটার (১০০%) ক্যাপিটাল ডেজিং করা হয়েছে। (২০১৬-১৭ সাল হতে ২০১৮-১৯) শাংলা বন্দর চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ১০.৭৩ লক্ষ্ণ ঘনমিটার (১০০%) ডেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০) শাংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বার এলাকায় প্রায় ১১৯.৪৫ লক্ষ্ণ ঘনমিটার (১০০%) ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০) শাংলা বন্দরের জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ্ণ ঘনমিটার ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ্ণ ঘনমিটার ডেজিং কাজ করা হয়েছে। চলমান ডেজিং কার্যক্রম৪ "পশুর চ্যানেলের ইনারবারে ডেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২১৬.০৯ লক্ষ্ণ ঘনমিটার ডেজিং সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিবান্ত ডেজিং কার্যক্রম৪ রামপাল পাওয়ার প্লান্ট, ইনারবার এলাকা এবং আউটারবার এলাকায় ৫ বছর মেয়াদে ডেজিং করার জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হছে।	১ ৫.ዓ৮%	
50.	প্রতি বছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড়েজিং করতে হবে।	০৭-১১-২০১৭ একনেক সভায়		মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে নিয়মিত সংরক্ষণ ড়েজিং করার লক্ষ্যে "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর চ্যানেলে ০৫ বছর মেয়াদী ড়েজিং" এবং "মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড়েজিং" শীর্ষক ২টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্প ২টির উপর গত ০৩/০৬/২০২১ তারিখ যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে সমগ্র		প্রক্রিয়াধীন

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		অগ্রগতির শতকরা হার	
	CATALL LANCE LONG THE	N 63 2633	বাং লাগ্যক	চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পারফরমেন্স বেজড ডেজিং করার লক্ষ্যে "মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ডেজিং" শিরোনোমে প্রকল্প প্রণয়ন করে ২৭/১০/২০২১ তারিখে নৌপম এর মাধ্যমে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সংরক্ষণ ডেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ডেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২টি ট্রেলিং সাকশান হপার ডেজার ও ১টি গ্রাব ডেজার সংগ্রহের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।		
55.	দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌবন্দর স্থাপন করা।	\$\$-0\$-\$0 \$ \$	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	দেশের দক্ষিনাঞ্চলে "নোয়াপাড়া নদীবন্দর এলাকায় টার্মিনাল নির্মান" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৬-১১-২০২০ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচ্য প্রকল্প বন্দর অবকাঠামো নির্মানের স্থান নির্বাচন সহ সামগ্রিক প্রকল্প এর উপর মতামতের বিষয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করার সিদ্ধান্ত হয়। কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি পুনঃগঠন করে গত ০৩-০৩-২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে । প্রকল্পের ওপর ২৬-০৮-২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে "ফরিদপুর, ছাতক এবং কক্সবাজার নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মান, আরিচা-নরাদহ ও কক্সবাজার-মহেশখালী ফেরীঘাটসহ অন্যান্য স্থাপনা এবং বরগোপ, সাত্তার উদ্দিন, ছনুয়া এবং সেন্টমার্টিনে জেটি নির্মান" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় গত ১৯-০৩-২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে । অন্য একটি প্রকল্প "খুলনা, নরসিংদী, বরগুনা, গলাচিপা, মোংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ, ঘোড়াশাল, কার্টপুর, মজুচৌধুরী হাট এবং দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর সমূহের বন্দর সুবিধাদি ও আধুনিকায়ন " শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠন করে নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ০২-১২-২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে		দেশের দক্ষিনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নদী বন্দর ঘোষনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে নদী বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে ডিপিপি প্রণয়ন/পুনঃগঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্ত	ব্য
<i>\$2.</i>	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	22-02-2022	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	সারা দেশের নদীর নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ডেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র খনন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪১টি নদী খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মহা পরিকল্পনা হিসাবে ভবিষ্যতে বিআইডব্লিউটিএ ১৭৮ টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩১৩ টি নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলমান এবং অনুমোদনের অপেক্ষাধীন প্রকল্প সমূহের নাম নিয়রপ্লঃ • "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ডেজিং (১মপর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩টি নৌপথ সম্পন্ন এবং ১২টি নৌপথের ডেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৮%। • "মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বিগত বছরের ন্যায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ও ০৯/১১/২০২১ইং তারিখ হতে ১৫/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রি -হাইডোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করে, ১১/০১/২০২২ইং তারিখে প্রকল্পের নৌপথের ডেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। অদ্যাবদি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৮.৮৬%। • "পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পুনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের কাপাসিয়া টোক থেকে জামালপুর পর্যন্ত ডেজিং কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২.৪৮%। এছাড়া তুলাই নদীর খনন কাজও চলমান রয়েছে। • "ঢাকা -লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। • "ঢাকা -লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।	· ·	প্রযোজ্য নদীর রক্ষার্থে সং উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে।	ক্ষেত্রে নাব্যতা ংরক্ষণ ও ড়েজিং চলমান

ক্র%	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
			দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ২৭/২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৩/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা-২ শাখা হতে পত্রের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পটির in depth ফিজিবিলিটি স্টাডি করার বিষয়টি জানানো হয়। সে আলোকে প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৭-১১-২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৪/০২/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। • গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের ১৭-০৭-২০১৯ তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি ০৫/০১/২০২০ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়়। পরবর্তীতে ১৯/০৭/২০২০ তারিখে ২য় বার পিইসি সভা হয় এবং ০৮/১১/২০২১ তারিখে ৩য় বার পিইসি সভা হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরনী ২২/১১/২০২১ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। সে আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা হছে • "জিনাই, ঘাঘট, বংশী এবং নাগদা নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য শুদ্ধমৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের ১১/০১/২১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে পুনগর্ঠন করে ২২/০৩/২০২১ তারিখে পুরকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২৯/০৬/২০২১ তারিখে পুরকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২৯/০৬/২০২১ তারিখে পুরকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২৯/০৬/২০২১ তারিখে পুরকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। হম্বাভালয়ের মাধ্যমে ২৫/০৮/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • "হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ডেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিস্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যাভিং সুবিধাদী সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা (১৮টি নদী)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিইসি সভার আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ডিসেম্বর' ২০২০- এ		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
			দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				(১০টি নদী)" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। • "Feasibility Study of river management by enhancing the navigability, minimizing drainage congestion, wetland ecosystem, irrigation and landing facilities in the Khulna Division for supporting M-G cannels. (১৯টি নদী) " শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। • "বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিঙ্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ , সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পেক্যাপিটাল ডেজিং ও মেইনটেনেন্স ডেজিং এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। • "মাদারীপুর জেলার কুমার, লোয়ার কুমার ও আপার কুমার নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪-০১-২০২১ তারিখে নৌপরিবহ মন্ত্রণারয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নাব্যক্ত নৌপথ সচল রাখার স্বার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ডেজিং এর চাহিদা রয়েছে।ডেজিং চাহিদা বছর বছর বৃদ্ধি পাছে। বরাদ্দ স্কল্লতার কারনে প্রতিবছর চাহিদা অনুযায়ী সংরক্ষণ ডেজিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছরই নাব্যতা সংকটে দেশের বিভিন্ন নৌপথ চলাচল বিদ্নিত এবং অনেক নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে শুঙ্ক মৌসুমে জভান্তরীণ নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০০ কি মি। বর্তমানে শুঙ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য দীড়িয়েছে ৫৪৫২ কিঃমিঃ। নতুন নৌপথ বৃদ্ধি পেলেও সেতুলনায় রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি পায়নি।		

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশুতি বাস্তবা	য়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হ	হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
				ক) সংরক্ষণ খননের চার্	ইদা সংক্ৰান্ত তথ্য			
					পরিমান	ন (লক্ষ ঘনমিটার)		
				অর্থ বছর	খননের চাহিদা	বাস্তবায়ন		
				২০১৭-১৮	೨೦೦	১৩৫		
				২০১৮-১৯	980	১৩৯		
				২০১৯-২০	800	১৫২		
				২০২০-২১	8৫0	২২০		
				খ) সংরক্ষণ খননের বাবে অর্থ বছর	জট সংক্রান্ত তথ্য বাজেটের চাহিদা	প্রাপ্ত বাজেট		
				২০১৭-১৮	৫১০ কোটি	১৬১ কোটি		
				২০১৮-১৯	৫৭৮ কোটি	১৭০ কোটি		
				২০১৯-২০	৬৮০ কোটি	১৫৪ কোটি		
				২০২০-২১	৭৬৫ কোটি	১৭৪ কোটি		
				২০২১-২২	৮৫০ কোটি	১৬০ কোটি		
				সংরক্ষণ ড়েজিং চাহিদা প্রতিবছর চাহিদা অনুযা না। ফলে প্রতিবছরই ন	য়ী সংরক্ষণ ড্রেজিং ব	<mark>গাস্তবায়ন করা সম্ভব হ</mark> য়ে	. 195	

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
				বিঘ্নিত এবং অনেক নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে।		
30.	শাহ আমানত সেতু থেকে সদরঘাট পর্যন্ত Capital Dredging এর মাধ্যমে Embankment নির্মাণ।	০৮-০৯-২০১০ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	২০১৭ সালে ''কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে ৪২.৮ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং কাজ ধার্য ছিল। প্রকল্প এলাকায় তিনটি কাটার সাকশান ডেজার, কয়েকটি গ্র্যাব ডেজার ও অন্যান্য ডেজিং সরঞ্জামাদি নিয়োজিত করে ডেজিং কার্য শুরু করা হয়েছে। তবে মাটির সাথে অতিরক্তি পরিমাণে প্লাষ্টিক ও পলিথিন জাতীয় বস্তু পাওয়ার ফলে ডেজিং কাজ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। উল্লেখিত গার্ভেজ পাওয়ার প্রকল্পের কনসালটেন্ট এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যাচাই বাছাই করে গ্র্যাব ডেজার ও কাটার সাকশান ডেজার এর মাধ্যমে ডেজিং এর কার্য পদ্ধতি চুড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় কাটার সাকশান ডেজার ও গ্র্যাব ডেজারের মাধ্যমে ডেজিং কাজ চলমান আছে। ইতিমধ্যে ৪০০ মিটার জেটি অপারেশন উপযোগী হয়েছে। জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৩.৪৯% এবং আগামী মে ২০২২ সালে উক্ত প্রকল্পের ক্যাপিটাল ডেজিং কার্য সম্পাদিত হবে। পরবর্তী ০৩ বছর সংরক্ষণ ডেজিং কার্য পরিচালনা করে উক্ত এলাকায় যথাযথ নাব্যতা রক্ষা করে সুশৃঙ্খলভাবে লাইটার জাহাজ বার্থিং করা সম্ভব হবে।	৫৯.৩ ৭%	ক্যাপিটাল ড়েজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
\$8.	সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।	২৩-০৭-২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।	বাংলাদেশস্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।	২০৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ভোমরাস্থলবন্দরউন্নয়ন (১মসংশোধিত)" শীর্ষকপ্রকল্পটিগত৩০-০৬-২০১৪তারিখেসমাপ্তহয়েছে।। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৯৭৩.৯৮ বর্গমিটারওয়্যারহাউজ, ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনমিটারভূমিউন্নয়ন,২২৬৪৩.৯১ বর্গমিটারওপেনস্ট্যাকইয়ার্ড, ৬৬৩৭.২৬ বর্গমিটাররাস্তা, ১২৫৭.৪৪ রানিংমিটারবাউন্ডারীওয়াল, ১০১৪.৪১ বর্গমিটারঅফিসবিল্ডিং, ৯১৯.১২ বর্গমিটারব্যারাকওডরমিটারীভবন, ৬৫০.১৪ রানিংমিটারআরসিসিডেন, ১০০ মে.টনধারনক্ষমতাসম্পন্নওয়েব্রীজস্কেল, ওয়াচটাওয়ার,	500%	বাস্তবায়িত

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
\$4.	আশুগঞ্জ বন্দরকে আধুনিকায়ন করা।	\$\.\frac{2}{2}\)	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	ওয়াটারসাপ্লাই, বিদ্যুতায়ন, টয়লেটকমপ্লেঞ্জ, ওয়েইংস্কেলইত্যাদিকাজসম্পন্নকরাহয়েছে। (ক) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুমঞ্চিক স্থাপনাদি নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্লের আওতায় আশুগঞ্জে কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটেইল ডিজাইন ও প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিজাইন রিপোর্টসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুমায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং এর ওপর সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসের মাঝামাঝি সময় নাগাদ দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হবে এবং যথারীতি ঠিকাদার নিয়োগ করে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে এবং যথারীতি ঠিকাদার নিয়োগ করে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। (খ) এছাড়া "আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন" প্রকল্পটি গত ২২-০৫-২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটেইল ডিজাইন রিপোর্ট ও কন্টিং এর আলোকে চূড়ান্ত দরপত্র দলিল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে পাওয়া যাবে আশা করা যাছে। চূড়ান্ত দরপত্র দলিল পাওয়ার পর দরপত্র আহ্বান করা হবে।		ক) আশুগঞ্জে কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আশুগঞ্জে কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের বিপরীতে চূড়ান্তকৃত দরপত্র দলিলের ওপরসম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারী ২০২২ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যে দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে।
১৬.	বরগুনা জেলার নদীসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ড়েজিং করা।	o৬- <i>o</i> ৫-২০১০	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	বরগুনা জেলার বিশখালী ও খাগদোন নদীর বরিশাল-ঝালকাঠি-বরগুনা- পাথরঘাটা নৌপথটি ড়েজিং কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।	\$00%	বাস্তবায়িত

ক্র	মাননীয় প্রধানমল্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
	_		দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
\$9.	চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরী সার্ভিসে রো রো ফেরী সংযোজন করা।	২৭-০৪-২০১০ চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	বি আই ডব্লিউটিসি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নার্থে চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটের জন্য ১টি রো রো ফেরি ও ১টি রো রো পন্টুন ২০১৫ এ নির্মাণ সম্পন্ন হলেও উক্ত রুটে রো রো ফেরি চলাচল উপযোগী ডেজিং এবং ঘাট অবকাঠামো না থাকায় রো রো ফেরি সংযোজন সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে চাঁদপুর ও শরীয়তপুর উভয় প্রান্তে রো রো পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য রুটে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ডেজিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফেরুয়ারি, ২০২১ এর ৩য় সপ্তাহে রো রো ফেরি ভাষা সৈনিক ডাঃ গোলাম মওলা ট্রায়াল বেসিসে পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী শাসনের জন্য ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ব্লক ফেলায় রো রো ফেরিটি ঘাটে ভিড়ানো ও ঘাট ত্যাগ করতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি তৈরী হয়েছে। এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা হলে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, ফেরি ঘাট সংলগ্ন এলাকায় জিও ব্যাগ স্থাপনের জন্য তাদের প্রস্তুতি রয়েছে। বর্তমানে নদীতে অনেক পানি থাকায় এবং স্রোতের তীব্রতা থাকায় জিও ব্যাগ স্থাপনের কাজ বাধাগ্রস্থ হবে বিধায় পানি কমে গেলে অক্টোবর থেকে জিও ব্যাগ স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে। জিও ব্যাগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হলে আলোচ্য রুটে রো রো ফেরি পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	\$00%	বাস্তবায়িত
Sb.	মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড়েজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ।	<i>২</i> ৫-08-২0 ১ 0	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১ম পর্যায় ২৪ টি নৌ-পথ)" প্রকল্পের আওতায় মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী খনন কাজ ৮৪ কি.মি. নৌপথে ৪৮ লক্ষ ঘন.মি. খননের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ০১-০৪-২০১৬ ইং কাজ শুরু হয়। ২৫-০১-২০২২ পর্যন্ত ২৮.৭৯৬৩ লক্ষ ঘন.মি. ডেজিং করা হয়েছে। মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী খননের মাধ্যামে চাঁদপুর হতে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত ৬৯.৬৪ কিঃমিঃ নৌ-পথ নাব্য করা হয়েছে। জুন'২০২২ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে।	৮৩ %	খনন কাজ চলমান রয়েছে।

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নের দায়িতপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
\$5.	মগড়া, কংসসহ-ভরাট হওয়া নদীপুলো ড্রেজিং করা		বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। (বিআইডব্লিউটিএ)	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাজের অগ্রগতিঃ • নেত্রকোনা জেলার কংস নদী ভুক্ত গাগলা জোড়-মোহনগঞ্জ নৌপথে ডেজিংং কাজের অগ্রগতিঃ ৫৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং সম্পন্ন করে ৩৫ কি.মি. নৌপথ নাব্য করার লক্ষমাত্রা নিয়ে গত ৩০-১২-২০১৫ ইং ডেজিং কাজ শুরু হয়। গত ০৫-০৩-২০২০ পর্যন্ত উক্তর্নুটে ৪৭.৯৮ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং সম্পন্ন করে ৩৫ কিলোমিটার নৌপথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ডেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। • মগড়া নদীভুক্ত দিলালপুর-চামড়াঘাট-নিকলী-নেত্রকোনা নৌ-পথের ডেজিং কাজের অগ্রগতিঃ ৭৩.০০ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং করে ৯৫ কি.মি. নৌপথ নাব্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ২১-০৪-২০১৫ হতে ডেজিং কাজ শুরু হয়। ডেজ ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার সমস্যার কারণে ০১-০৫-২০২১ হতে ০৫-০৭-২০২১ পর্যন্ত ডেজিং কাজ বন্ধ ছিল। ০৬/০৭/২০২১ হতে পুনরায় ডেজিং শুরু হয়েছে। উক্ত নৌপথে ২৫-০১-২০২২ পর্যন্ত ৫৭.৫২ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং করে ৮৯.৯৪ কিঃমিঃ নৌ-পথ নাব্য করা হয়েছে। জুন, ২০২২ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে। • ভোগাই-কংস নদীর মোহনগঞ্জ হতে নলিতাবাড়ি পর্যন্ত ডেজিং কাজের অগ্রগতিঃ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১মপর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৯/১১/২০১৮ ইং তারিখে সংশোধিত হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পে ভোগাই-কংস নদীর ডেজিং কাজ নালিতাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১৫৫ কিলোমিটার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত অংশে ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ডেজিং কাজের উদ্বোধন করেন। ২৮-১১-২০২১ পর্যন্ত ৫৮.২৭ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং করে ৮৭.৪২ কিঃমিঃ নৌ-পথ নাব্য করা হয়েছে।	% %	খনন কাজ চলমান রয়েছে।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
			দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				খনন কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২২ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত		
				<u>रत</u> ।		
২০.	ঢাকা নারায়নগঞ্জ রুটে		বাংলাদেশ	বিআইডব্লিউটিএ এর অংশ:		ঢাকা-নারায়নগঞ্জ
	নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা	নারায়ণগঞ্জ জেলা	অভ্যন্তরীণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষে ৩১ কিলোমিটার		নৌ-পথে সরাসরি
	চালুকরণ।	সফর কালে।	নৌপরিবহন	দীর্ঘ ঢাকা নারায়নগঞ্জ নৌপথে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রয়েছে।		লঞ্চ পরিচালনা
			কর্তৃপক্ষ	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক সংরক্ষণ ড়েজিং এর আওতায় নৌপথটি ড়েজিং		বাণিজ্যিকভাবে
			(বিআইডব্লিউটিএ)	করে নাব্যতা রক্ষা করা হয়। সড়ক পথের উপর চাপ হাসের লক্ষে উক্ত		লাভ জনক হবে না।
			ઉ	নৌপথে মালবাহী কার্গো, বাল্কহেড, ওয়েল ট্যাংকার চলাচল করে।		
			বাংলাদেশ	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আলোচ্য নৌপথে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে দিবা-		
			অভ্যন্তরীণ	রাত্রি নৌযান পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা		
			নৌপরিবহন	হয়েছে এবং নৌপথটির পর্যাপ্ত নাব্যতাও রয়েছে।যাত্রিবাহী নৌযান চালু		
			কর্পোরেশন	করার নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি		
			(বিআইডব্লিউটিসি)	ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা-কে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ লঞ্চ		
				মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা কর্তৃক উক্ত রুটে যাত্রিবাহী		
				নৌযান চালু করার নিমিত্তে লঞ্চ মালিকদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারী		
				করা হয়। কিন্তু কোন আগ্রহী লঞ্চ মালিককে না পাওয়ায় উক্ত নৌরুটে		
				যাত্রিবাহী নৌযান পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি । এছাড়া, উক্ত নৌপথে		
				বিআইডব্লিউটিসি'র ওয়াটার বাস চালু করার নিমিত্তে নৌ-পরিবহন		
				মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে।		
				তবে, নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ নৌপথে ২৪ টি, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর নৌরুটে		
				১৬টি, নারায়ণগঞ্জ-শরিয়তপুর নৌরুটে ০২টি, নারায়ণগঞ্জ-রামচন্দ্রপুর		
				নৌরুটে ০২টি, নারায়ণগঞ্জ-মতলব নৌরুটে ১৭ টি যাত্রীবাহি নৌযান		
				চলাচল করছে। এছাড়া, ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ নৌপথে ০৪ টি নৌযান এবং		
				মুন্সিগঞ্জ হয়ে ১৬ টি নৌযান সারাদেশের অন্যান্য জেলায় চলাচল		
				করছে।		
				বিআইডব্লিউটিসি'র অংশ:		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
			দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				০১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা ও		
				বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ সার্বিক দিক বিবেচনায়		
				এবং ব্যবসায়িক ভাবে লাভজনক হবে না বিধায় ঢাকা-নারায়নগঞ্জ নৌ-		
				পথে সরাসরি লঞ্চ পরিচালনা করা সম্ভব নয় মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।		
				এ অবস্থায় প্রতিশ্রুত নৌ-রুটে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব		
				হচ্ছে না মর্মে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৪/২০১১ তারিখের		
				১৮.০১১.০৪৫.০০.০০ .০০১.২০১০-৫৫৯ নং পত্রের মাধ্যমে সদয়		
				অবগৃতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর		
				কার্যালয়কে জানানো হয়েছে।		
				নৌ-রুটটি চালু করার পুনঃউদ্যোগ গ্রহণ এবং বিআইডব্লিউটিসি এর ৪টি		
				নতুন ওয়াটার বাস এ রুটে চালনা করা যায় কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত		
				আলোচনা করা হয়। সড়ক ও রেলপথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ		
				ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হওয়ায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌ-		
				যোগাযোগ ব্যবস্থা Feasible হবে না মর্মে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত		
				সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের কপি		
				ইতোমধ্যে গত ০১/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।		
				০২) ঢাকা - নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি পুনঃ		
				যাচাই বাছাই করে উক্ত রুটে বিআইডব্লিউটিসি'র অধীন ওয়াটার বাস		
				চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক		
				একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক গঠিত কমিটির		
				সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা - নারায়ণগঞ্জ এর		
				সংশা সড়ক ও রেলপথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।		
				এছাড়া ঢাকা- মুন্সীগঞ্জ - নারায়ণগঞ্জ সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা		
				রয়েছে। বিদ্যমান এ সকল ব্যবস্থায় তুলনামূলক কমু ভাড়া, দ্রতত্ম		
				সময়ের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা বর্তমান রয়েছে। নৌ-পথে সদরঘাট		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি প্রদানের	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	প্রতিশ্রতি	তারিখ ও স্থান	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		,	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				হয়ে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের সময় ও ভাড়া সড়ক পথের তুলনায় অধিক হওয়ায় নৌ-রুট ব্যবহারে সাধারণ জনগণ উৎসাহবোধ নাও করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক নৌ-রুটে যাত্রী পরিবহণ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে না মর্মে কমিটি মতামত প্রদান করেছে।		
25.	পদ্মা সেতুর সাথে মাংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন, মাংলা বন্দরের কার্যকর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণা/প্রকল্প ছাড়পত্র তৈরী করে অবিলম্বে	২৬-০৮-২০০৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক/উপ- আঞ্চলিক সহযোগিত সংক্রান্ত কমিটির সভা।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	পদ্মা সেতুর সাথে মোংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন, মোংলা বন্দরের কার্যকর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করে গত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্ল, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।	500%	বাস্তবায়িত
<i>ঽঽ.</i>	যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখতে হবে।	২৭-০৪-২০১৫ বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঞ্চো ভিডিও কনফারেন্সে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে এবং সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক ৯৭০টি জাহাজ এবং ১১৯.৪৪ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো এবং ৪৩৯৫৯ টিইইজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল করা হয় এবং ৩৪০.২৩ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	500%	বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান ও নেপাল (BBIN) এর হাব হিসেবে মোংলা বন্দরকে গড়ে তোলা হচ্ছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
o5.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর কে- পূর্ণাঞ্চা স্থলবন্দরে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে।	১১-০৫-২০১৫ ও ভিডিও কনফারেন্স	বাংলাদেশ স্থলবন্দরকর্তৃপক্ষ।	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরটি Build, Operate & Transfer (BOT) ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য ০৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বেসরকারি পোর্ট অপারেটর বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিঃ এর সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Concession Agreement স্বাক্ষরিত হয়। পোর্ট অপারেটর কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রায় সকল অবকাঠামো (ওয়্যারহাউজ, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপনে স্ট্যাক ইয়ার্ড, ওয়েব্রীজ স্কেল, অফিস ভবন ও ব্যারাক ভবন ইত্যাদি) নির্মাণ করে পূর্ণাঞ্চা বন্দর হিসেবে ০১-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operations Date (COD) শুরু হয় এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, চাহিদার নিরিখে পোর্ট অপারেটর কর্তৃক বন্দরে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।	-	বাস্তবায়িত
04.	ছোট ছোট শাখা নদীগুলির নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং নদী ভাঙনরোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ বিষয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সকল সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	১১/০৫/২০১৫ পঞ্চগড়, টাজ্ঞাইল, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাও, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সজো	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ।	সারা দেশের নদীর নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ছেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র খনন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪১টি নদী খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মহা পরিকল্পনা হিসাবে ভবিষ্যতে বিআইডব্লিউটিএ ১৭৮ টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩১৩ টি নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলমান এবং অনুমোদনের অপেক্ষাধীন প্রকল্প সমূহের নাম নিম্নরুপঃ • "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ছেজিং (১মপর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩টি নৌপথ সম্পন্ন এবং ১২টি নৌপথের ছেজিংকার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৮%। • "মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বিগত বছরের	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড়েজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				ন্যায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরেও ০৯/১১/২০২১ইং তারিখ হতে ১৫/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রি-হাইড়োগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করে, ১১/০১/২০২২ইং তারিখে প্রকল্পের নৌপথের ডেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। অদ্যাবদি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৮.৮৬%। • "পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের কাপাসিয়া টোক থেকে জামালপুর পর্যন্ত ডেজিং কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২.৪৮%। এছাড়া তুলাই নদীর খনন কাজও চলমান রয়েছে। • "ঢাকা -লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৪%। • "সাজা, মাতামুহরী নদী ও রাজ্ঞামাটি-থেগা মুখ নৌপথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ২৭/২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৩/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা-২ শাখা হতে পত্রের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পটির in depth ফিজিবিলিটি স্টাভি করার বিষয়টি জানানো হয়। সে আলোকে প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৭-১১-২০২১ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৪/০২/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। • গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের ১৭-০৭-২০১৯তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি ০৫/১/২০২০ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/০৭/২০২০ তারিখে ২য় বার পিইসি সভা হয় এবং সে		

কু	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				আলোকে ডিপিপি ১১/০৩/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে		
				প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে		
				ডিপিপি পুনর্গঠন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৫-		
				০৯-২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো		
				বিভাগে প্রেরন করা হয় । পুনরায় ০৮/১১/২০২১ তারিখে ৩য়		
				বার পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সভার কার্যবিবরনী		
				২২/১১/২০২১ তারিখে পাঁওয়া গিয়েছে। সে আলোকে ডিপিপি		
				সংশোধন করা হচ্ছে		
				• "জিনাই, ঘাঘট, বংশী এবং নাগদা নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের		
				জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের উন্নয়ন		
				ও বন্যা ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা		
				কমিশনের ১১/০১/২১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে পুনগর্ঠন করে		
				২২/০৩/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।		
				২৯/০৬/২০২১ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
				সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে নৌপরিবহন		
				মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৫/০৮/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা		
				কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।		
				• "হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড়েজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিস্কাসন		
				ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং		
				ল্যান্ডিং সুবিধাদী সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা (১৮টি নদী)" শীৰ্ষক		
				প্রকল্পের ডিপিইসি সভার আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ডিসেম্বর'		
				২০২০- এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত		
				ডিপিপি'র উপর পরিকল্পনা কমিশনের মতামত এবং গত		
				১৪/০২/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত		
				কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে,		
				যা অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন।		
				• "মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই-শ্রীগাং নদীর অংশ		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
		ও হাম	ना। प्रस्ता ७ गर्श	বিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অন্বপ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্লেরউপর গত ২৩/১২/২০২০ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, পিইসিসভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ১৭/০৮/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • "কুমিল্লা ইকোনেমিক জোন সংলগ্প মেঘনা (আপার) নদীর রায়পাড়া হতে ভাটের চর পর্যন্ত ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ২৬/১১/২০২০ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ২৫-০৯-২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। • "চট্টগ্রাম-হাতিয়া হতে ভাসান চরের সাথে নৌ-যোগাযোগ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৫-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠণ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৫/০৮/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনেপ্রেরণকরাহয়। অতপরঃ পরিকল্পনা কমিশনে ২০-০৯-২০২১ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যক্রম গ্রহণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। • "Feasibility Study for Navigation Improvement and Landing facilities at Chittagong Hill Tracts Region (১০টি নদী)" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি পুস্তুত করা হছে। • "Feasibility Study of river management by enhancing the navigability, minimizing drainage congestion, wetland ecosystem, irrigation and landing facilities in the Khulna Division for		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				supporting M-G cannels. (১৯টি নদী) " শীর্ষক প্রকল্পে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হছে। • "বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশনস জলাবদ্ধতা রোধ , সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকরে ক্যাপিটাল ডেজিং ও মেইনটেনেস ডেজিং এর মাধ্যমে নদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হছে । • "মাদারীপুর জেলার কুমার, লোয়ার কুমার ও আপার কুমানদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যত্ত সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪-০১-২০২১ তারিরে নৌপরিবহ মন্ত্রণারয়ে প্রেরন করা হয়েছে। নাব্যকৃত নৌপথ সচল রাখার স্বার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র নিক নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ডেজিং এর চাহিদা রয়েছে।ডেজিং চাহিদ্ বহুর বছর বৃদ্ধি পাছে। বরাদ্দ স্বল্পতার কারনে প্রতিবছর চাহিদ্ অনুযায়ী সংরক্ষণ ডেজিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফরে প্রতিবছরই নাব্যতা সংকটে দেশের বিভিন্ন নৌপথ চলাচল বিঘ্লি এবং অনেক নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে বা যাছে।উল্লেখ্য, ২০০৯ সার্থে মৌসুমে অভ্যন্তরীণ নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০০ কি মি। বর্তমারে শুদ্ধ মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৫৪৫২ কিঃমিঃ। নতু নৌপথ বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি পায়নি। ক) সংরক্ষণ খননের চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য	ह व व व व व व व व व व व व व	
				পরিমান (লক্ষ ঘনমিটার)		
				অর্থ বছর খননের চাহিদা বাস্তবায়ন		
				২০১৭-১৮ ৩০০ ১৩৫		
				২০১৮-১৯ ৩৪০ ১৩৯		

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	নির্দেশনা বাস্তবায়নের		বাস্তবায়ন অগ্রগতি		প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা	মন্তব্য
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা				হার	
				২০১৯-২০	800	১৫২		
				২০২০-২১	8৫0	২২০		
				খ) সংরক্ষণ খননের ব				
				অর্থ বছর	বাজেটের চাহিদা	প্রাপ্ত বাজেট		
				২০১৭-১৮	৫১০ কোটি	১৬১ কোটি		
				২০১৮-১৯	৫৭৮ কোটি	১৭০ কোটি		
				২০১৯-২০	৬৮০ কোটি	১৫৪ কোটি		
				২০২০-২১	৭৬৫ কোটি	১৭৪ কোটি		
				২০২১-২২	৮৫০ কোটি	১৬০ কোটি		
				কারনে প্রতিবছর করা সম্ভব হচ্ছে বিভিন্ন নৌপথ চ গেছে বা যাচ্ছে।	চোহিদা অনুযায়ী সং না। ফলে প্রতিবছরই লাচল বিঘ্লিত এবং	ন্ধ পাচ্ছে। বরাদ্দ স্বল্পতার রক্ষণ ড়েজিং বাস্তবায়ন নাব্যতা সংকটে দেশের অনেক নৌপথ বন্ধ হয়ে		
oo.	নৌরুট গুলোর চলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা, নদীর নাব্যতার জন্য বছর ভিত্তিক মেইনটেনেন্স ড়েজিং এবং নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে নদীর সংযোগস্থলের খালবিলও ড়েজিং করতে হবে।	১১-০৮-২০১৫ তেজগাঁও, ঢাকা।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	জন্য প্রতি বছরের ন (মেইনট্যানেস ডেজি দৌলতদিয়া, শিমুলিয়া ভেদুরিয়া, হরিনা-আব বরিশাল, পটুয়াখালী- মির্জাগঞ্জ, ঢাকা— হল পথ ও ফেরীপথ, পটুয় নদী/নৌ-পথে ডেজিং ব	্যায় ২০২০-২১ অর্থবা ং) আওতায় জাতী -কাঠালবাড়ি, পাটুরিফ লুবাজার, ভোলা-লর্ম -গলাচিপা, ভোলা-ল ারহাট, ভান্ডারিয়া—তু াখালী বন্দর, বরিশাল করা হচ্ছে।	খা এবং নদীর নাব্যতার ছরেও সংরক্ষন খননের য় পুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া- য়া-বাঘাবাড়ি, লাহারহাট- য়পুর ফেরীরুট, ঢাকা- য়খালী, পাতারহাট নৌ- বন্দর এলাকা সহ ৩৪টি ক্যাপিটাল ড়েজিং (১ম		চলমান।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
08.	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদী ক্যাপিটাল ড়েজিং প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ।	১২-১০-২০১৪ জামালপুরসদর, জামালপুর।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	পর্যায় ২৪টি নৌ-পথ) শীর্ষক প্রকল্প এবং "পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫টি নৌ-পথে ডেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ১৭৮টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩১৩টি নদীর নৌপথ ও নৌপথ সংশ্লিষ্ট খাল-বিল ডেজিং করার মহাপরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক হাওড় এলাকায় ১৮টি নদীর সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ৬৪টি নদীর সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ডেজিং কার্যক্রম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		নৌপম-এর এজেন্ডা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।
			1			
o¢.	পর্যটকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকর্ষনীয় নৌযানসহ নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ক্রুজ সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	০৭.০৯.২০১৪ রমনা, ঢাকা।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিসি।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরঃ ক) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বিদ্যমান নৌ-প্রটোকলে যাত্রীবাহী জাহাজ অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গত ১৬/১১/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত "Memorandum of Understanding (MoU) on Passenger and Cruise Services on the Coastal and Protocol Route"এর আলোকে এ দু'টি দেশের মধ্যে Passenger and Cruise সার্ভিস চালু করণের নিমিত্ত Standard Operating Procedure (SOP) স্বাক্ষর হয়েছে। খ) সমুদ্র পর্যটন খাতকে আরো আকর্ষনীয় করার জন্য চট্টগ্রাম টু সেন্টমার্টিন রুটে বেসরকারি "BAY ONE" ক্রুজ জাহাজ চালু		কার্যক্রম চলমান

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
o৬.	নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরিসহ যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারি বিধানাবলী অনুসরণ করে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখতে হবে।		বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিসি ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসিঃ আধুনিক ও উন্নতমানের নৌযান সংগ্রহের নিমিত্ত "বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জল্যান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন ব্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি রিভার ক্রুজার, ১টি কেবিন ক্রজার কাম ইন্সপেকশন বোট, ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ ও ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ ও দ্বীপাঞ্চলে যাত্রী পরিবহণের জন্য ৮টি সি-ট্রাক সংগ্রহ/নির্মাণ ও আনুষংগিক কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়রি, ২০২২ পর্যন্ত ২৯.৬১% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এসব নৌযান নির্মান সম্পন্ন হলে নৌপথে আধুনিক নৌযান সংযোজনসহ যাত্রী পরিবহণ নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে। বিআইডব্লিউটিএঃ ক) ৩৬ টি নদী বন্দর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলমান। খ) অভ্যন্তরীন নৌপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পন্টুন, বয়া, বয়াবাতি, বীকনবাতি, মার্কা, ক্ষেরিকাল বয়া, পি সি পোল স্থাপন করা হয়েছে। গ) নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ক্যাপিটাল ডেজিংসহ নৌপথ সংরক্ষণে সারা বংসরব্যাপি ৪০টি নৌপথের মেইনটেনেন্স ডেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ঘ) সকল নদী বন্দরের মাধ্যমে নৌযানসমূহে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসিঃ যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তার জন্য সরকারী বিধানাবলী অনুসরণ করে ২৪/০৯/২০১৪ এবং ১১/১১/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার	200%	নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৌ-বিধি অনুযায়ী সংস্থার জাহাজগুলোতে জীবন		
				রক্ষাকারী সরঞ্জাম ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি যথা লাইফ বয়া, লাইফ		
				র্যাফট ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করা হচ্ছে।		
				এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ জাহাজে মেরিন রাডার ও ভিএইচ এফ স্থাপনের		
				বিষয়টি প্রক্রিয়াধীণ আছে। ফেরিঘাটে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি জরুরী ও		
				নিরাপদভাবে উদ্ধারের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায়		
				বিআইডব্লিউটিএ কে ২টি মোবাইল ক্রেন সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব দেয়া		
				হয়েছে। উক্ত কাজে প্রতিটি ফেরিঘাটে বিআইডব্লিউটিসি'র আওতাধীন		
				হেভী ডিউটি ০৮ মোবাইল ক্রেন নিয়োজিত আছে। উল্লিখিত মোবাইল		
				ক্রেনগুলোর মধ্যে ০২টি ৪০ মেট্রিক টন, ০৪টি ৩০ মেট্রিক টন এবং		
				০২টি ২০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন।		
				<u>নৌপরিবহন অধিদপ্তরঃ</u>		
				(ক) "অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা,		
				২০০১" এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী নৌপরিবহন		
				অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জল্যান তৈরী		
				নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া অনুমোদিত ডিজাইন ব্যতীত অথবা		
				অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ না করে নৌযান তৈরী করলে আইনগত		
				ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।		
				(খ) যাত্রী সাধারণের নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন		
				মন্ত্রনালয় কর্তৃক নৌপরিবহন অধিদপ্তরের জন্য নৌযান সার্ভের		
				নিমিত্তে সার্ভেয়ার, নৌযানের নকশা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য		
				নেভাল আর্কিটেক্ট ও নৌযান পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শকের নতুন পদ		
				সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩ জন নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড		
				এক্সমিনার, ০৩ জন ইঞ্জিনিয়ার শিপসার্ভেয়ার এন্ড এক্সমিনার, এবং		
				০৪ জন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপসার্ভেয়ার, ১জন প্রসিকিউটিং অফিসার		
				এবং ১০ জন পরিদর্শক নৌপরিবহন অধিদপ্তরে যোগদান করেছেন।		
				তবে ১ জন পরিদর্শক চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন।		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
০৭.	সকল নৌ-পথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ক্যাপিটাল ডেজিংয়ের পাশাপাশি সারা বছর মেইনট্যানেন্স ডেজিং চালিয়ে যেতে হবে। নদ-নদীগুলো হতে ডেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানি করা যায় কি-না যাচাই করে দেখতে হবে। কর্ণফুলি	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে বিশেষ করে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদিত ডিজাইন ও নির্দেশনা মতে তৈরী এবং চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মোবক কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্য নিয়োগ, নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি পূর্বক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বিআইডব্রিউটিএঃ নৌপথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার স্বার্থে সারা দেশে নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ডেজিং কার্যক্রম চলমান। ২০০৯ হতে ২০২১ প্রায় ২৩০০ কি.মি নৌপথ খনন ও ৩৮ টি ডেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ ১০,০০০ কি.মি. নৌপথ খনন পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রায় ৪০ টি নৌপথের খননকাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া, নদীর খনন কাজে নতুন ৩৫টি ডেজার সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নদ-নদীগুলো হতে ডেজিংকৃত মাটি প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারী খাস জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ও নিচু ভূমিতে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ডেজিং এর মাটি ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে		খনন কাজ চলমান রয়েছে। ড়েজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় রপ্তানির বিষয়ে আপাতত কোন কার্যক্রম চলমান নেই।
	দেখতে হবে। কণফুল নদীতে ড়েজিং এর ব্যবস্থা			কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে ড়েজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটির		
	গ্রহণ করতে হবে।			প্তানির বিষয়ে আপাতত কোন কার্যক্রম চলমান নেই।		
				চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		
				চট্টগ্রাম বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ নেভিগেশন চ্যানেল ও চট্টগ্রাম বন্দরে প্রধান জেটির সম্মুখভাগে অবস্থানের কারণে প্রতিনিয়ত পলি		
				জমে থাকে। জেটির সম্মুখে নাব্যতা বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে		
				ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে প্রতি বৎসর ৩,০০,০০০ ঘনমিটার		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				সংরক্ষণ ড়েজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। ক্রস কারেন্ট জনিত কারণে		
				কর্ণফুলী নদীর মোহনার আউটার বার এলাকায় প্রতিনিয়ত পলি জমে		
				নাব্যতা হ্রাস পায়। আউটার বার এলাকায় প্রতি বংসর প্রায় ১০ লক্ষ		
				ঘন মিটার বালি/মাটি ম্যাইনট্যানেন্স ডেজিং এর লক্ষ্যে চবক এর		
				তত্ত্বাবধানে ১২টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনা খরচে সাকশান		
				ড়েজার দ্বারা আউটার বার এলাকায় ড়েজিং কাজ করা হচ্ছে। ব্যক্তি		
				মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড়েজিংকৃত বালি/মাটি ডাঙ্গায়		
				অপসারণ করে সেখান থেকে বিক্রয় করা হয়, যা চট্টগ্রাম শহরের		
				উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।		
				চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান জেটির বিপরীত দিকে (টার্নিং বেসিন)		
				ও কালুরঘাট সেতুর উজানে কিছুস্থানে পলি জমে নদীর গভীরতা হাস		
				পায়। নদীর উক্ত এলাকা সমূহ চিহ্নিত করে বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত করে		
				উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ব্লক সমূহ হতে		
				প্রতি বংসর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ১২,০০,০০০ ঘন মিটার বালি/মাটি		
				উত্তোলন করা হয়, যা কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা		
				পালন করে থাকে। তাছাড়া কর্ণফূলী নদীর বাকলিয়ার চর এলাকায়		
				লাইটার জাহাজ সমূহ সুশৃঙ্খলভাবে বার্থিং এর উপযোগী করার জন্য		
				উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ ড়েজিং কাজ চলমান		
				রয়েছে। এতে লাইটার জাহাজ সমূহ বাকলিয়ার চর সংলগ্ন চ্যানেলে		
				নিরাপদে বার্থিং নিশ্চিতসহ মূল চ্যানেলে জাহাজ জট কমে আসবে।		
				1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
				মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		
				মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ড়েজিং		
				কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নভেম্বর-২০১৩ হতে জুন-২০১৯ পর্যন্ত		
				মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮০ লক্ষ		
				ঘনমিটার ড়েজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে		
				৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নেবন্দরে আগমন-নির্গমন করতে		
				পারছে। হিরণ পয়েন্টের নীলকমল খালে ২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং		
				।। तर्रा । रत्ने । नार्यरण्य सार्वास्त्राचा सार्वास्त्र र नाम् समामणात्र द्वावर		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
아.	নদী দখল রোধে সীমানা পিলার স্থাপন, নদীর তীরে দৃষ্টিনন্দনকরণসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং উদ্ধারকৃত জমিতে ইকোপার্ক নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।		বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটারবার ডেজিং শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত Maintenance ডেজিং এবং পুরো চ্যানেলটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮.৫ মিটার CD গভীরতা অর্জনের জন্য 'পশুর চ্যানেলে ইনারবারে ডেজিং' শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ চলমান আছে। চ্যানেলে নিয়মিত সংরক্ষণ ডেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ডেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। মোবক এর জেটির স্মুখে ডেজিং কাজ করা হচ্ছে। ডেজিংকৃত মাটি দ্বারা মোংলা বন্দর এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও অন্যান্য স্থাপনার জায়গা উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপনের কাজে ডেজিং এর মাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিআইডব্রিউটিএঃ নদী দখল ও দূষণরোধে ঢাকা শহরের চারিদিকে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ১০,৪২৮ টি পিলার স্থাপন করা হয়েছে । নদীর সীমানার সঠিকতা নিরূপণে যৌথ জরিপকাজ চলমান রয়েছে । ঢাকা শহরের চারিদিকে ১১০ কিঃমিঃ নৌ-পথের দুইপাশে ২২০ কিঃ মিঃ তীরভূমি রক্ষায় বাধ সহ ওয়াকওয়ে নির্মান কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতামধ্যে উদ্ধারকৃত ভূমিতে ২০ কি.মি. ওয়াকওয়ে, বনায়ন, সীমানা পিলার ও ০২ (দুই) টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে । বিআইডব্রিউটিএ কর্তৃক ২০১০ হতে ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে বুড়িগজ্ঞা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমি হতে ২০,১৫৯ টি স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ৭১৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৫০০ টন বর্জ্য অপসারন করা হয়েছে । 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ' (বিআইডব্রিউটিএ) কর্তৃক ১১৮৩.১০৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বুড়গজ্ঞা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও	82%	নদী দখল দূষণ রোধে নিয়মিত উচ্ছেদসহ উদ্ধারকৃত ভূমিতে উন্নয়ন কাজ চলমান।

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প		
				গত জুলাই ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন, ২০২৩ প্রকল্পের কাজ		
				শেষ হবে।		
				প্রকল্পটিতে নদীর তীরভূমিতে ৫২ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে , ২৪.৬৮৫		
				কি.মি তীররক্ষা, ১০ কি.মি কী ওয়াল, ৭৫৬২ টি সীমানা পিলার,		
				০৩ টি ইকোপার্ক, ১৪টি আরসিসি জেটি আরসিসি স্টেপসহ নির্মান		
				এবং ০৬টি পন্টুন, ০৬টি এস্কেভেটর সংগ্রহ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।		
				প্রকল্পের প্যাকেজ/অজ্ঞাসমুহের অগ্রগতিঃ		
				 ১) সেবা ক্রয়ঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 		
				 পণ্য ক্রয়ঃ ৬টি লংবুম এক্সকাভেটর সংগ্রহ করা হয়েছে। 		
				৩) পণ্য ক্রয়ঃ এক্সকাভেটর পরিচালনার জন্য ০৬টি পন্টুন নির্মাণের		
				কাজ সমাপ্ত হয়েছে।		
				8) (পূর্ত কাজ-০১): রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা ও রায়েরবাজার খাল		
				হতে কামরাজ্ঞীরচর পর্যন্ত ৩.৬৮কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, কিওয়াল,		
				ওয়াকওয়ে অন পাইল ইত্যাদি স্থাপন/নির্মাণ কাজ চলমান		
				রয়েছে। দৃশ্যমান ওয়াকওয়ে ৩.৬৮ কিঃমিঃ এবং অদ্যবধি		
				অগ্রগতি ৯৮%।		
				৫) (পূর্ত কাজ-১৩): টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় ইকোপার্ক নির্মাণ		
				কাজ চলমান রয়েছে। অদ্যবধি অগ্রগতি ৯৮%।		
				৬) (পূর্ত কাজ-১৪): ঢাকা ও টজী নদীবন্দররে অধীনে ০৬ টি ভারী		
				জেটি নিৰ্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।		
				৭) (পূর্ত কাজ-১৬): প্রকল্পের আওতায় ঢাকা নদীবন্দর এলাকায়		
				২৬৫৯টি সীমানা পিলার নির্মাণ এর কাজ চলমান রয়েছে।		
				দৃশ্যমান পিলার-২৪৯১টি এবং অবশিষ্ট পিলারের কাজ চলমান		
				রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি-৯৫%।		
				৮) (পূর্ত কাজ-১৭): প্রকল্পের আওতায় টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায়		
				(২০০৬টি) সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৬টি		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				পিলারের মধ্যে ৬৯৭ টি পিলার দৃশ্যমান হয়েছে এবং অবশিষ্ট		
				পিলারের কাজ চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি-৫৫%।		
				৯) (পূর্ত কাজ-১৮): প্রকল্পের আওতায় নারায়াণগঞ্জ নদীবন্দরের		
				অধীনে ২৪০০টি সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।		
				৯৯৮টি সীমানা পিলার দৃশ্যমান হয়েছে। অবশিষ্ট পিলারের কাজ		
				চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি-৫৬%।		
				১০) মাটি খননঃ রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত নদীর অভ্যন্তরের		
				অনুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খননের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।		
				নতুন দরপত্রঃ		
				১১) পূর্তকাজ-০১ (লট-০২): ঢাকা নদীবন্দরের অধীনে কামরাজীরচর		
				হতে বসিলা পর্যন্ত ১.৭৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন,		
				আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত		
				হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান লোকবল ও মালামাল		
				মোবিলাইজেশন করছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি-২০%।		
				১২) পূর্তকাজ-০২ (লট-০১): ঢাকা নদীবন্দরের অধীনে আমিন বাজার		
				হতে ইষ্টার্ন হাউজিং (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত ৩.০০ কিঃমিঃ		
				ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা		
				নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি		
				২০%।		
				১৩) পূর্তকাজ-০২ (লট-০২): ঢাকা নদীবন্দরের অধীনে আমিন		
				বাজার হতে ইষ্টার্ন হাউজিং (সাভার প্রান্ত) পর্যন্ত ১.০০কিঃমিঃ		
				ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা		
				নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১৮%।		
				১৪) পূর্তকাজ-০৪ (লট-০১): ঢাকা নদীবন্দরের অধীনে ফতুল্লা হতে		
				ধর্মগঞ্জ পর্যন্ত ১.৭৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন,		
				আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।		
				অদ্যবধি অগ্রগতি ২২%।		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				১৫) পূর্তকাজ-০৫ (লট-০১): নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের অধীনে ডিইপিটিসি এলাকার নেভী ডক ইয়ার্ড হতে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট পর্যন্ত ১.৭৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ২০%। ১৬) পূর্তকাজ-০৬ (লট-০২): নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীনে হাজীগঞ্জ ফেরী ঘাট হতে মোবেন ফ্যাশন পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ		
				ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজটিরবাস্তব অগ্রগতি ২০%। ১৭) পূর্তকাজ- ০৬ (লট-০৩): নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের অধীনে মোবেন ফ্যাশন হতে সাইলো পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১৮%। ১৮) পূর্তকাজ- ০৬ (লট-০৪): নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীনে		
				নিতাইগঞ্জ খাল ঘাট হতে পূবালী সল্ট পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতি মধ্যে ১৬৩৬ ব্লক তৈরি করা হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১৮%। ১৯) পূর্তকাজ- ০৬ (লট-০৫): নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের অধীনে		
				পূবালীসল্ট হতে প্রিমিয়ার সিমেন্ট পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০,০০০ ব্লক তৈরি করা হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। ২০) পূর্তকাজ- ০৭ (লট-০১): নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের অধীনে কাঁচপুর ও সুলতানা কামাল ব্রীজ এলাকায় ১.০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩৩,৫০০ ব্লক তৈরি করা হয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।		

ক্রও	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				২১) পূর্তকাজ- ০৯ (লট-০১): ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে বাতুলিয়া		
				হতে উজানপুর পর্যন্ত ৩.৫৯২কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক		
				প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান		
				রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ২০%।		
				২২) পূর্তকাজ- ১০ (লট-০১): টজী নদীবন্দরের অধীনে আনোয়ার গুপ		
				হতে হারবাইদ পর্যন্ত ২.০৬৮ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক		
				প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ নির্মাণ কাজ		
				চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।		
				২৩) পূর্তকাজ- ১১ (লট-০১): টজী নদীবন্দরের অধীনে আশুলিয়া		
				হতে কামারপাড়া (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত ১.৫০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে,		
				ব্যাংক প্রটেকশন, আরুসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ কাজ		
				চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১০%।		
				২৪) পূর্তকাজ- ১২ (লট-০১): টঙ্গী নদীবন্দরের অধীনে প্রত্যাশা		
				হাউজিং হতে কামারপাড়া (গাজীপুরপ্রান্ত) পর্যন্ত ১.৯৪৫ কিঃমিঃ		
				ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, আরসিসি সিড়ি ইত্যাদি স্থাপনা		
				নির্মাণ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি		
				২০%।		
				২৫) বৃক্ষরোপন কাজঃ রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা এবং কামরাজীরচর		
				এলাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০০০ বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।		
				চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে তুরাগ এবং নদীর বিরুলিয়া মৌজা		
				হতে রানাভোলা মৌজা পর্যন্ত প্রায় ৩০০ টি গাছ এবং বালু নদীর		
				বড়কাউ মৌজাস্থ হরদি বাজার হতে ভোলানাথ পুর পর্যন্ত ৫৫০ টি		
				গাছ এবং গাবতলী দীপনগর হতে দিয়াবাড়ী ও ঝাউচর এলাকায়		
				বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তীরে ৪০০ টি এবং সদর ঘাট হতে		
				খোলামুড়া (নদীর দুই পাড়ে) পর্যন্ত ৩০০ টি গাছ রোপন করা		
				रसारह।		
				২৬) ক) প্রস্তাবিত আর্ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ২ দফা মিটিং		
				শেষে ০৭/০৯/২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				হয়েছে এবং আরডিপিপি অনুযায়ী ওয়াকওয়ের ১৫টি লটে		
				দরপত্র আহবান করে ০৯/১১/২০২১ তারিখ গ্রহন করা		
				হয়েছে। সূল্যায়ন চলছে।		
				খ) কোভিড-১৯ প্যানডেমিক ও বর্ষার পানি দেরীতে কমার		
				কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২২ থেকে ৩০ জুন		
				২০২৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। যা		
				১ম সংশোধিত ডিপিপিতে একনেক কর্তৃক অনুমোদন		
				হয়ছে।		
				গ) সর্বোমোট ৫২ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০		
				কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ২২		
				কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের দরপত্র ০৯/১১/২০২১		
				তারিখে গ্রহন করা হয়েছে। মূল্যায়ন চলছে। শীঘ্রই		
				কার্যাদেশ প্রদান করে কাজ শুরু করা হবে।		
				বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "ঢাকা শহরের চারপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ,		
				ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে		
				ও জেটিসহ আনুষঞ্জিক অবকাঠামো নির্মাণ (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক		
				প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়েপক্রিয়াধীন		
				রয়েছে। উক্ত প্রকল্প অনুমোদিত হলে ঢাকার চারিদিকের সার্কুলার		
				ওয়াটারওয়েজেরঅবশিষ্ট প্রায় ১৫০ কিঃমিঃ নদীর তীরভূমিতে		
				স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার, ওয়াকওয়ে, ইকোপার্ক নির্মাণসহ নানাবিধ		
				সুবিধাদিসৃষ্টি ক্রা সম্ভব হবে।		
				এছাড়া নদীর তীর্ভূমির যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও		
				বিধির আওতায় বিভিন্ন শিল্পোদ্যক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা		
				হয়েছে এবং হচ্ছে।		
				চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		
				চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী নদীর		
				সীমানা নির্ধারণ করে পিলার স্থাপন করা হয়েছে। অবৈধ দখলদারদের		

নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করতে রমনা, ঢাকা। চট্রগ্রাম বন্দর বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থা অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পরি হবে। বর্জ্য জমে যেসকল নদীর তলদেশ ভরে গেছে	মন্তব্য	প্রকল্পের বাস্তব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	নির্দেশনা	নির্দেশনা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	ক্র%
সময়ে সময়ে উচ্ছেদ করে বন্দরের কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়াও চবক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ক্যাপিটাল ডেজিং'' শীর্ষক প্রকল্লের আওতায় উদ্ধারকৃত ভূমি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে সংরক্ষিত করা হয়েছে। উক্ত ভূমির প্রায় দেড় কিলোমিটার অংশে নদীর পাড়ে দৃষ্টি নন্দন পার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত পার্কের আওতায় তিনটি খালের উপর স্টীল ব্রীজ, নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে, রেলিং, বসার বেঞ্চ, ছাউনী, সবুজ চত্বর, বৃক্ষরোপনসহ অন্যান্য আনুষ্যজাক কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখিত বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা হবে। ০৯. নদীর দূষণরোধে ইটিপি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করতে রমনা, ঢাকা। হাইগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিআইডব্লিউটিএ: বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থা অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মাঝে সমন্বয়ের মাঝ্যমে বিআইডব্লিউটিএ ও নদী রক্ষা কমিশন কাজ করে যাছে।		অগ্রগতির শতকরা		বাস্তবায়নের	প্রদানের তারিখ	নির্দেশনা	নং
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হছে।		হার		দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	ও স্থান		
হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প ব্যৱস্থা ব্যৱস	নদী দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের সহিত নিয়মিত তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।	-	নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়াও চবক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ক্যাপিটাল ডেজিং'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উদ্ধারকৃত ভূমি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে সংরক্ষিত করা হয়েছে। উক্ত ভূমির প্রায় দেড় কিলোমিটার অংশে নদীর পাড়ে দৃষ্টি নন্দন পার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত পার্কের আওতায় তিনটি খালের উপর স্টাল ব্রীজ, নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে, রেলিং, বসার বেঞ্চ, ছাউনী, সবুজ চত্বর, বৃক্ষরোপনসহ অন্যান্য আনুষ্ঠাক কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখিত বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা হবে। বিআইডব্লিউটিএ: বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থা অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ ও নদী রক্ষা কমিশন কাজ করে যাছে। নদীর দূষণ রোধে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বুড়িগঞ্চা ও শীতলক্ষা নদীর তলদেশ হতে ইতোমধ্যে ৪ কি.মি. নৌপথের প্রায় ১১.২৬ লক্ষ্ ঘন মিটার বর্জ্য অপসারণসহ ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে বিভিন্ন কলকারখানার প্রায় ৪৭ টি বর্জ্যমুখ বন্ধ করা হয়েছে। গৃহস্থলি সহ শিল্প কারখানার বর্জ্যমুখ বন্ধ সহ নদী দূষণ রোধে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি অত্র সংস্থা সংগ্রিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারনের জন্য "৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২ টি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ০১ টি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের জন্য ১৪-০৩-২০২১ তারিখে নেদারল্যান্ডের PLM Crane BV এর সাথে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক	বিআইডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম বন্দর	০৭-০৯-২০১৪	নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বর্জ্য জমে যেসকল নদীর তলদেশ ভরে গেছে সত্তর তা অপসারণ করাসহ হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প স্থানান্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	<i>ं</i> के.

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				সুপারিশ প্রদান করে। উক্ত সুপারিশ মোতাবেক পুনঃ দরপত্র আহবানের কাজটি প্রক্রিয়াধীন। <u>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:</u> কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা, স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখা ও দূষণ রেধে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, মিডিয়া প্রতিনিধি এবং সামাজিক অঞ্চা সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ সময়ে সময়ে উক্ত বিষয়ে মিলিত হয়ে করণীয় বিষয় ঠিক করছেন এবং কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তীতে যথায়থ ব্যবস্থা করা হছে।		
\$0.	বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বর্ষাকালে অতি বর্ষণে সৃষ্ট পানি ধারণের ব্যবস্থা রেখে ড়েজিংসহ অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	০৭-০৯-২০১৪ রমনা, ঢাকা।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	বিআইডব্লিউটিএঃ নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং অতি বর্ষনে সৃষ্ট পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সারা দেশের নদী খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য তুলাই, আত্রাই, ভোগাই-কংস, বাউলাই, লোয়ার কুমার নদী খননের মাধ্যমে বাফার জোন তৈরী হবে, এতে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। া বন্দর কর্তৃপক্ষঃ মোংলা বন্দরের চ্যানেলে ড়েজিং এর ফলে উক্ত এলাকায় বর্ষাকালে অতি বর্ষনে সৃষ্ট অতিরিক্ত পানি বহন করতে সক্ষম।	-	চলমান
55.	নৌযানের মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উত্তরবঙ্গো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।	০৭-০৯-২০১৪ রমনা, ঢাকা।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ ন্যাশনাল	বিআইডব্লিউটিএঃ বিআইডব্লিউটিএ এর অধীনে পরিচালিত ০৩(তিন)টি (নারায়নগঞ্জ, বরিশাল ও মাদারীপুর) ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরবঞ্জের কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্ষলন তৈরিসহ প্রয়োজনীয় জনবল, পরিচালনা ব্যয়, অর্থনৈতিক কার্যাদি সম্পাদনর লক্ষ্যে ১৩-১০-২০২১ তারিখ পৃথকভাবে দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	ৰাস্তৰায়ন অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
			মেরিটাইম			
			ইন্সটিটিউট	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		
				(ক) নৌ বিভাগের ০৪(চার) জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত		
				রেডিও অপারেটর ও জাহাজে কর্মরত ০১ জন ইডিএল কে		
				১৫/০৩/২০২১ হতে ১৫(পনের) দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে		
				অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন		
				সময় বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে First Aid Course, VHF বেতার		
				যন্ত্রাদি পরিচালনা, সেইফ মুরিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মাষ্টার ও		
				নাবিকদের প্রশিক্ষণ চলমান।		
				(খ) চবক এর বিভিন্ন জাহাজে নিয়োজিত মাষ্টারদের সময়ে সময়ে		
				স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।		
				নৌপরিবহন অধিদপ্তরঃ		
				ক) নাবিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ভিসা সমস্যা সমাধানঃ		
				ভারত, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দুবাই, সিঞ্চাপুর, মালয়েশিয়া,		
				হংকং, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহের সাথে		
				আলোচনার মাধ্যমে নাবিকদের ভিসা সমস্যা সমাধান করা হলে		
				বাংলাদেশী নাবিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র		
				মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করার ব্যবস্থা		
				নেয়া যেতে পারে।		
				(১) বাংলাদেশী নাবিকদের ভিসা সমস্যা সমাধানের জন্য, সিজাপুর		
				তুরস্ক এবং ভারতের সাথে "On Arrival" ভিসা বা "Visa Free		
				Transit Facility (VFTF)" চালুকরণের জন্য দ্বিপাক্ষিক		
				সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।		
				(২) ইতোমধ্যে বাংলাদেশী নাবিকদের জন্য দুবাইয়ের ভিসা চালু		
				रस्रिष्ट्।		
				(৩) নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ভারতীয় বন্দরের মাধ্যমে জাহাজে যোগদান বা		
				প্রত্যাবর্তনকালে বাংলাদেশী নাবিকগণকে পুলিশ দ্বারা escort করে		
				জাহাজে বা বিমানবন্দরে নেয়া বন্ধ করা হয়েছে। জাহাজে যোগদানের		
				জন্য নাবিকদের Port Specific Visa এর পরিবর্তে Ship		
				Specific Visa প্রদানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছে।		
				খ) বাংলাদেশ মেরিন সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির নিমিত্তে		
				ইতোমধ্যে পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ০৪ টি নতুন মেরিন		
				একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।		
				নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়:		
				বাংলাদেশে মেরিন সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির নিমিত্তে		
				ইতোমধ্যে পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ০৪টি নতুন মেরিন		
				একাডেমির স্থাপন করা হয়েছে।		
				ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটঃ		
				ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল		
				মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রী-		
				সী কোর্সে ১৪১৮জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ১৮৪২১ জন সর্বমোট		
				১৯৮৩৯ জনকে এবং ২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত প্রী-সী কোর্সে		
				২৫৯জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ২৩২২ জন অর্থাৎ ২৫৮১ জন এবং		
				২০২১-২২ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২৯২ জনকে প্রশিক্ষণ		
				প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।		
				(খ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে ইনল্যান্ড শীপের মাস্টার ও		
				ড়াইভারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮৭৭		
				জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত		
				রয়েছে।		
				(গ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখা নতুনভাবে		
				চালু করা হয়েছে।		
				(ঘ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীদের গুণগতমান		
				বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	ৰাস্তবায়ন অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসাবে ক্লাশরুমে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেক্টর		
				এবং সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকমানের ১টি		
				ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।		
				(ঙ) আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত Sub-Committee		
				on Human Element Traing and Watch keeping,		
				London, UK' অধ্যক্ষ ও চীফ নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর অংশ গ্রহণ		
				করেন।		
				(চ) প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধর লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষসহ ৫ জন		
				পেশাগত প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।		
				(ছ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তর বঞ্চোর		
				কুড়িগ্রাম জেলায় ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম শাখা		
				স্থাপন করা লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ৩০/০৯/২০২১ তারিখের		
				মধ্যে গঠিত জমি নির্বাচন কমিটি ১৬/১০/২০২১ তারিখে জেলা		
				প্রশাসকের প্রস্তাবিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং		
				মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সেপরিপ্রেক্ষিতে ৩১/১০/২০২১		
				তারিখে কুড়িগ্রাম জেলাধীন চিলমারী উপজেলার রমনা ইউনিয়নের		
				রমনা মৌজস্থ ৯.৫৮ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রশাসনিক		
				অনুমোদনের কার্যক্রম চলছে।		
১২.	পায়রা বন্দরকে কার্যকরী	০৭.০৯.২০১৪	পায়রা বন্দর	পায়রা বন্দরকে কার্যকরী সমুদ্র বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে বন্দরের	-	শিল্প মন্ত্রণালয়
	সমুদ্র বন্দরে পরিণত করার	রমনা, ঢাকা।	কর্তৃপক্ষ	পাশে শিপ বিল্ডিং এবং রি-সাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য শিল্প		আওতাধীন
	লক্ষ্যে বন্দরের পাশে শিপ			মন্ত্রণালয় আওতাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন		বাংলাদেশইস্পাতও
	বিল্ডিং এবং রি-সাইক্লিং			কর্তৃক দ্বিতীয় জাহাজ ভাঙা শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০৫ একর জমি		প্রকৌশলকর্পোরেশ
	ইম্ভাম্ট্রী গড়ে তুলে এ			অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী অফিসে প্রস্তাবের		নকর্তৃকবাস্তবায়নাধী
	অঞ্চলের জনগণের			ভিত্তিতে ১০৫ একর জমি অধিগ্রহণের NoC প্রদান করা		ন।
	অথনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি			হয়েছে।শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল		
	করতে হবে।			কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।		
১৩.	সমুদ্র পথে বাণিজ্যের	০৭.০৯.২০১৪	মোংলা বন্দর	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		বন্দরসমুহকে আরো
	প্রসারসহ আঞ্চলিক	<u> </u>	কর্তৃপক্ষ/ পায়রা	ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাহিদাকে সামনে রেখে "মাতারবাড়ি		আধুনিক বন্দরে

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	নির্দেশনা বাস্তবায়নের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা	মন্তব্য
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর এবং স্থল বন্দরসমুহকে আরো আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বন্দর নির্মাণ প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাইকা অর্থায়নে (ঋণ) এবং চকব এর নিজস্ব অর্থে নির্মিত হয়েছ। প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখে একনেক বৈঠকে মোট ১৭,৭৭৭১৬.১৩ লক্ষা টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। ১ম পর্যায়ের ২৮৩.২৩ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসক, কল্পবাজার হতে প্রাক্তনন অনুযায়ী ৭৫.১১৫৯ কোটি টাকা বিগত ০২ জুন, ২০২১ তারিখ পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.৭৯%। পতেজ্ঞা টার্মিনাল প্রকল্প শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬%, বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.৫০%। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হ৮তে অদ্যবধি মোট ৩৮৫ টি কন্টেইনার/কার্গো হ্যান্ডলিং ইকু্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্পের শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩.৯৯%, বাস্তব অগ্রগতি ৩.০%। দুইটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রেতিটি ৫০০০ বিএইচপি/৭০ টন বোলার্ডপুলা) টাগবোট সংগ্রহ করা হছে। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হেত বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ডেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্পের শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৭০%, বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.৪৯%। ও ০২ টি লক হ্যান্ডলার/ষ্টেকার এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মাংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত ৭১২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ০৪ টি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে	অগ্রগতির শতকরা	মন্তব্য বুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
				প্রকল্প এবং ০৪ টি জন্মন ক্রস্টা বাজবারন করা হরেছো বজনানে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০২টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে		
				পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।		
				১। "পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়		
				অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে		
				বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আগষ্ট, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপঞ্জিভুত		
				বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৮২.৬৮%।		
				২। "পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষাজ্ঞাক সুবিধাদি		
				নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর কাজ		
				বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগষ্ট, ২০২১পর্যন্ত কাজটির পুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন		
				অগ্রগতি প্রায় ১৫.৩০%।		
				৩। "পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার) জরুরী		
				রক্ষণাবেক্ষণ ড়েজিং" প্রকল্পটির আগষ্ট, ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি		
				৮৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৫%।		
				৪। পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ও মেইনটেইনেন্স ড়েজিং স্ক্রিমটি		
				বাস্তবায়নে গত জুন ১৩, ২০২১ খ্রি: তারিখে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও		
				ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Jan De Nul এর মধ্যে ড়েজিং কার্যক্রমের		
				একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।		
				৫। ছাই বাল্ক/কোল টার্মিনাল নির্মাণে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের		
				নির্দেশনা অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পটি পিপিপি এর পরিবর্তে বিকল্প		
				অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গত ১৫ অক্টোবর ২০২০		
				তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে RNPL		
				এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ		
				কেন্দ্রের Coal Handling জেটি নির্মাণের চুক্তির কর্যক্রম		
				চলমান রয়েছে।		
				৬। ভারত সরকার এর লাইন অব ক্রেডিট ৩ এর আওতায় পায়রা		
				বন্দরের মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন		
				ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।		
				বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষঃ		

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান	নির্দেশনা বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
				বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহকে আধুনিক স্থলবন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যেমনঃ ''বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ৩৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রধান কার্যালয় ভবন'' প্রকল্প, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের জন্য ৩১.৩৩ একর জমির উপর ৬৭২২.৬২ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে ''গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প, ৫৯৩০.০০ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে "ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প, বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে ''বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে ''বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প, বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৮৯০.৪৯ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প, এবং বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৬৯৩০০.১৩লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় ''শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিসিটিভি'' শীর্ষক প্রকল্প।	५०% ७ ०%	
\$8.	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, তুরাগ, বালু নদী সংস্কারসহ ঢাকা শহরের চারিপাশে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে নিচু ব্রিজ সংস্কার করতে হবে।	০৭.০৯.২০১৪ রমনা, ঢাকা।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ।	বিআইডব্লিউটিএঃ বুড়িগঞ্জা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদী চারপাশে চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নৌ-চলাচল চালু করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ৭০ (সত্তর) কিলোমিটার নদী খনন কাজ সম্পন্ন করেছে। চারটি নদীর বিভিন্ন স্থানে ১৩টি ল্যান্ডিং ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা শহরের চারিদিকে নৌ-পথ উন্নয়নে ২৫,০০০ কোটি টাকার একটি পিডিপিপি তৈরী করা হচ্ছে । উক্ত প্রকল্পে বিআইডব্লিউটিএ'র অংশে ৫০০০ কোটি টাকার আইটেম অন্তর্ভূক্ত থাকার কথা আছে। বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ আঞ্চলিক	-	"বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন- ১"প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর অংশবিশেষ খননের পরিকল্পনা রয়েছেযার ড়েজিং কাজের পুনঃদরপত্র আহবান করা হচ্ছে

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
				অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন-১" প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা		
				নদীর অংশবিশেষ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের		
				ড়েজিং কাজের জন্য ১ম পর্যায়ে আহ্বানকৃত দরপত্রে কোন যোগ্য		
				দরপত্রদাতা পাওয়া যায়নি । অত:পর ২য় পর্যায়ে দরপত্র আহবান করা		
				হয়েছে যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে যার		
				সূল্যায়ন কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ক্রয়		
				কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।		
				স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর		
				সভাপতিত্বে গত ৩১-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "ঢাকার চারপাশের		
				নদীগুলোর দখল, দৃষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত		
				মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা" সভার ১০ম বৈঠকে		
				ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে নৌচলাচলের সুবিধার জন্য বিদ্যমান		
				নীচু সেতুগুলোর সংস্কারের বিষয়ে দুত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্বান্ত গৃহীত		
				হয় এবং পরবর্তী সভায় সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সচিব, সড়ক		
				পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্বান্ত গৃহীত		
				হয়।		
				বিআইডব্লিউটিসিঃ		
				বুড়িগঙ্গা নদীর এপাড়-ওপাড় যাত্রী পারাপারের লক্ষ্যে বর্তমানে		
				নবাববাড়ী-আগানগর এবং শ্যামবাজার (মসজিদঘাট)-তৈলঘাট		
				(কালীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ) সার্ভিসে ওয়াটার বাস চালু রয়েছে।		
۵৫.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের	০৭.০৯.২০১৪	বাংলাদেশ শিপিং	বিএসসির আর্থিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গত ১৮-০১-২০১৫	১००%	বাস্তবায়িত
	অর্থায়নে বাংলাদেশ শিপিং	রমনা, ঢাকা।	কর্পোরেশন।	তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিএসসি এবং চট্টগ্রাম		
	কর্পোরশনের জন্য ট্যাংকার			বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জয়েন্ট ভেঞ্চারে মাদার ট্যাংকার ও লাইটারেজ		
	জাহাজ ক্রয়ের সম্ভাব্যতা।			অয়েল ট্যাংকার ক্রয় ও পরিচালনার বিষয়ে কার্যসাধন প্রণালী		
				(Modus Operandi) নির্ধারণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়		
				কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ		
				বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০১-২০১৬ তারিখে		

ক্র নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান	নির্দেশনা বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
১৬.	পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য	<u>۵۹.</u> 0۹.	যুগ্মসচিব	পত্রের মাধ্যমে উভয় সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে এরূপ উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করে। অতঃপর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যৌথ মালিকানা/অংশিদারিত্বে সমূদ্রগামী অয়েল ট্যাংকার অথবা কয়লা পরিবহনের বাল্ক কার্গো ভেসেল ক্রয়ের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য চবক কর্তৃক গঠিত কমিটি গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। সেপ্রেক্ষিতে "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ট্যাংকার জাহাজ ক্রয়ের সম্ভাব্যতা" কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছে।		প্রক্রিয়াধীন
30.	বাজারজাত করার জন্য Water Way-তে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থাকরণ।	বন্তক,২০১৪ রমনা, ঢাকা।	প্রের্মান্ট্রন্থ প্রের্ম্বদ্য, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য গৃহীত "সাজ্ব, মাতামুহুরী নদী ও রাজামাটি-থেগা মুখ নৌপথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ২৭/২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৩/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা-২ শাখা হতে পত্রের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পটির in depth ফিজিবিলিটি স্টাডি করার বিষয়টি জানানো হয়। সে আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৭/১১/২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৪/০২/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিআইডিরিউটিসি: সংস্থার নৌ বহরে বর্তমানে এ ধরনের কোন High Speed Vessel নেই।	-	चा द्धाक्षामा
\$9.	অবিলম্বে মোংলা- ঘসিয়াখালি চ্যানেলটি ক্যাপিটাল ড়েজিং এর মাধ্যমে পুনঃখনন করতে হবে।	২৭-০৪-২০১৫ বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও	বিআইডব্লিউটিএ।	মংলা-ঘাষিয়াখালী নদী খননের মাধ্যমে নৌ-পথটি চালু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলের মংলা মুখ থেকে বুড়ির ডাঙ্গা এবং প্লানের বাজার থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত গড় গভীরতা প্রায় ১২ ফুট, উল্লেখিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি জমায় নিয়মিত সংরক্ষন ডেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটি খননের মাধ্যামে ১০-১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান চলাচল	\$00%	বাস্তবায়িত

ক্র	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নির্দেশনা	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব	মন্তব্য
নং	নির্দেশনা	প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নের		অগ্রগতির শতকরা	
		ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা		হার	
		নড়াইল জেলা		করছে। ০৩-১০-২০১৫ তারিখ হতে উক্ত নৌপথ চালুকরণের মাধ্যমে		
		উন্নয়ন ও সমন্বয়		২৪-১০-২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১,৯৪,৫৫১ টি নৌ-যান উক্ত রুটে		
		কমিটির সঞ্চো।		যাতায়াত করেছে।		
১৮.	ভোমরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন	মাধ্যম: ভিডিও	বাংলাদেশ স্থল	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ''বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি		প্রক্রিয়াধীন
	প্রকল্প সমূহ সুষ্ঠুভাবে	কনফারেন্স	বন্দর কর্তৃপক্ষ।	প্রজেক্ট-১: শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং	৫ %	
	বাস্তবায়ন করতে হবে।	তারিখ: ২৭-০৪-		বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন'' শীর্ষক		
		২০১৫খ্রিঃ।		প্রকল্পটি গত ১১-১০-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। এ		
				প্রকল্পের আওতায় ৯.৮৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।		
				ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ,		
				প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ, ড়েনেজ সিস্টেমসহ অন্যান্য		
				অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।		